



ফেডারেশন বার্তা



নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩৯

অল্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং

জুলাই-২০১৯/২৫৬৩—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে আমাদের হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। মনের মাঝে একটা প্রশ্ন অহরহ উঁকি দিচ্ছে আমরা কি এই সমাজেই বাস করি? কে একেতো আমি চিনতে পারছি না। সমাজের এই মানুষেরাই কি আমার ভাই-বন্ধু-প্রতিবেশী? হিসেবে তো মিলেছে না। এইতো কিছুদিন আগে, আজ থেকে বছর ত্রিশ আগের ঘটনা, আমার এক বুড়ি পিসী গড়িয়াহাট থেকে কিছু নতুন জামা কাপড় কিনে ফেরার সময় বাসে রেখে নেমে বাড়ী চলে এলো। অতগুলো জামা কাপড় হারিয়ে গেলো বাড়ির সবারই মন খারাপ। পর দিন সকালে বাসের কন্ডাক্টর বাড়ি এসে কাপড়ের প্যাকেট ফেরত দিয়ে গেল। পিসীমাকে সে আন্দাজ করতে পেরেছিল। সেদিনের বাস কন্ডাক্টরের সেই মানসিকতা আজ আর দেখতে পাচ্ছি না কেন? সংবাদপত্রে প্রতিদিন যে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে তার থেকে সমাজচিত্রের যে ছবি বিস্তৃত হচ্ছে তার গতি পথ স্পষ্টতই নিম্নমুখী।

সম্প্রতি নীলরতন সরকার হাসপাতালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমাদের সমাজের হতশ্রী চেহারাটা খুব স্পষ্ট ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছে। একটি বয়স্ক মানুষের মৃত্যু নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। রোগীর পরিজনদের ধারণা ডাক্তারের গাফিলতিতেই এই মৃত্যু। তাই তারা ক্ষুব্ধ। ডাক্তারদের বক্তব্য বয়স্ক রোগীর মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে গাফিলতির কোন ঘটনাই ঘটে নি। তাহলে কেন এই অকারণ ক্ষোভ? কেন মানুষ দল বেঁধে চড়াও হবে? কেন ডাক্তারদের দোষের ভাগী করবে? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

আমরা জানি যে সমাজে ডাক্তারদের একটা মর্যাদা রয়েছে। তারা মানুষের জীবনদায়ী। এই বিদ্যেটা তাদের অর্জন করতে হয়েছে। সেটাই তাদের জীবিকা। এই জীবিকা সমাজকল্যাণ মূলক। সেবা মূলকও বলা যায়। তবে একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের পরামর্শ কিনতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে তা যোগাড় করা সম্ভব হয় না। তাই সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধে। এই ক্ষোভ ঠিক না ঠিক নয় এই প্রশ্নে না গিয়েও ক্ষোভ সৃষ্টি যে হচ্ছে সে কথা মেনে নেওয়া যায়। রোগীর মৃত্যুর পর পরিবারের মানুষজন শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ডাক্তারদের গাফিলতির কথা ভেবে তাদের মনে সংশয় হতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। তবে সেই সংশয়ের প্রতিকার করতে দুইশত মানুষ ডাক্তার পেটাতে ছুটে আসবে এটাও কেমন স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। এই দুইশত মানুষের সবাই রোগীর আত্মীয় নয়। তাহলে এরা কারা?

একথাও শোনা যাচ্ছে যে ডাক্তাররা প্রায়শই এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়। সেই দিন তারাও তাই সম্মুখীন ছিল যার ফলস্বরূপ এই সম্মুখিত। তারপর

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

ফেডারেশন বার্তা / ১

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে ২৫৬৩তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন

মধ্যকোলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও All India Federation-এর সহযোগিতায় ২৫৬৩তম বুদ্ধ জয়ন্তী যথাযত সম্মানপূর্বক বিগত ১৮ই মে ২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়। এবারের বুদ্ধ পূর্ণিমার সময় দেশের লোকসভার নির্বাচনের ভোটের দিন নির্ধারিত হওয়ার ফলে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে নানাবিধ সরকারি নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়, সে কারণে পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুসারে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে সংস্থার পক্ষে স্থানীয় “চিত্তরঞ্জন হাসাপাতালে” দুস্তরঙ্গীদের মধ্যে ফল ও পথ্যাদি বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত দিনে অর্থাৎ ১৮ই মে চিরাচরিত ধারা অনুসারে সকাল ১০টায় কেন্দ্রের প্রার্থনাকক্ষে “বিশ্বশান্তি কামনায় এক বিশেষ প্রার্থনা সভা সংগঠিত হয় কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের পৌরহিত্যে।

বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৫শে জুলাই ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনের সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আসন অলংকৃত করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) সুভাষ চন্দ্র সাহা, বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বৌদ্ধ গবেষক ডা. অক্ষর বড়ুয়া এবং মুখ্য ধর্মালোচক ছিলেন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। সভার পৌরহিত্য করেন ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে Bengali Buddhist Women's Forum-এর উদ্যোগে “কবি প্রণাম” শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরূপে তরুণ তরুণীদের নাচ, গান, আবৃত্তি-সংলাপের পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের বিশিষ্ট উপাসিকা তথা প্রজ্ঞাজ্যোতি কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি শ্রীমতী দীপিকা বড়ুয়া বিগত ১লা জুন ২০১৯ পরলোকগমন করেছেন। এই স্বধর্মপ্রাণ— ভিক্ষুসংঘের মাতৃস্বরূপ উপাসিকার প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

—সদস্য/সদস্যাব্দ

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

কর্মবিরতি। অন্যান্য রাজ্যেও একদিনের প্রতীকি ধর্মঘট। হাজার হাজার নির্দোষ রুগী সফটপন্ন। একটি উন্নত সভ্য দেশে এমন ঘটনা কি বাঙ্কনীযঃহাসপাতালে ধর্মঘট এবং টানা সাতদিন। কি অভাবনীয় ব্যাপার। স্বার্থায়েবী মানুষ তলে তলে ধোঁয়া দিল। বিরোধী রাজনৈতিক দল খুশী হয়ে হাততালি দিল। এইসব দেখে শুনে দেশের মানুষের নীতি-নৈতিকতা বোধ সম্বন্ধে হতাশা ছাড়া আর কিছুই কি উদ্রেক হতে পারে? কিন্তু কেন এই হতাশা কেন সহনশীলতার এত অভাব? কেন এই অবিশ্বাস?

আসলে নীলরতন সরকার হাসপাতালের ঘটনা আমাদের সমাজে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান সমাজের রাজনৈতিক গদি দখলের লড়াইতেও আমরা দেখছি এই অসহিষ্ণুতা। দেখতে পাচ্ছি এই বিশ্বাসহীনতা। তাই এক দলের হয়ে নির্বাচিত হয়ে এক ব্যক্তি অবলীলায় অন্য দলে নাম লেখাচ্ছে। নীতি-নৈতিকতার কোন পরোয়াই করছেন। যে মানুষের ভোটে সে নির্বাচিত হোল সেই সাধারণ মানুষের মতামতের কোন গুরুত্ব তার কাছে নেই। মানুষকে অবহেলা করার কি নির্লজ্জ ধৃষ্টতা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

আরও একটা ব্যাপার ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হোল নারী জাতির প্রতি অসম্মান। তা সে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, সেলিব্রিটি, বিদেশী পর্যটক, নাবালিকা, মধ্যবয়সী অথবা বৃদ্ধা যাইহোন না কেন। নারী জাতিকে অসম্মান করার এই মনোবৃত্তি হঠাৎ কি করে বৃদ্ধি পেলো শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে? কেউ কি তা ভেবে দেখেছে? নারী জাতিকে সম্মান করতে না পারলে, বয়স্ক মানুষকে সম্মান করতে না পারলে, মানুষের মনের আধারটাইতো তৈরী হয়না। আধারহীন মানব মনে সদৃশ গুলি কি করে পরিপুষ্ট হবে?

বুদ্ধের জীবনকথা আমরা বহু মানুষই পাঠ করিনি। বুদ্ধের সময়কালে প্রাচীন ভারতে বৈশালী নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের মানুষদের বজ্জী বলা হোত। সুখে সমৃদ্ধিতে সেরাজ্য ছিল একেবারে পরিপূর্ণ। বাইরের মানুষ সে রাজ্যের মানুষদের মধ্যে কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারতোনা। সে রাজ্য ছিল অজেয়। মগধের রাজা বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে সরিয়ে সিংহাসনে আরোহন করে রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করলেন সে সময় বৈশালী ছিল খুবই সমৃদ্ধশালী এক রাজ্য। সুখে সম্পদে একেবারে পরিপূর্ণ। সে রাজ্য জয় করার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। অজাতশত্রুর একজন প্রথর বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রী ছিল নাম বসসকার। ঐ রাজ্যে বুদ্ধের বেশ প্রভাব। বিসসকার পরামর্শ দিলেন বুদ্ধের কাছ থেকে ঐ রাজ্যের সমৃদ্ধি কারণ জেনে আসার জন্য। কি জানা গেল? জানা গেল বজ্জীরা বয়স্ক মানুষদের খুবই সম্মান করে, তারা যত দিন তাদের সম্মান করবে ততদিন তারা অজেয়। বজ্জীরা নারীদের ভীষণ সম্মান করে। যতদিন তারা নারীদের সম্মান করবে ততদিন তারা অজেয়। বজ্জীরা পরস্পরের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ও মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখে, যত দিন তারা এই সম্পর্ক বজায় রাখবে ততদিন তারা অজেয়। অতবহুর আগে বুদ্ধ যা বলে গেছেন তা কি এখন আর কাজ করবেনা? তাহলে এখন আমাদের নেতা-নেতৃরা ঠিক বিপরীত কথা কেন বলছেন? না ইতিহাস থেকে এনারা শিক্ষা নেবেনা।

এরা অন্ধ অহমিকায় আচ্ছন্ন। এদের জ্ঞান পরিপক্ব নয় কিন্তু এরা আপন ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এক ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার দিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শাসক অথবা বিরোধী সব দলেরই এক অবস্থা। বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ মানুষদের কিছু করার নেই। শুধু ভালো কিছু হওয়ার আশা করা ছাড়া।

সল্টলেকে উদযাপিত হল ২৫৬৩ তম বুদ্ধ জয়ন্তী

বিগত ৯ই জুন ২০১৯ সল্টলেক-নিউটাউন অঞ্চলের বৌদ্ধ অধিবাসীদের সংস্থা “তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে উদযাপিত হল ২৫৬৩তম বুদ্ধজয়ন্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের পূর্বতন বিচারপতি শ্রী অরুণাভ বড়ুয়া, মুখ্য ধর্মালোচক ছিলেন ড. জিনপ্রিয় ভিক্ষু এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন ডা. অক্ষুর বড়ুয়া। সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও প্রাচ্য ভাষা বিভাগের বরিশ্ঠ অধ্যাপক ড. জিনবোধি মহাস্থবির। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। সভার শেষে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি মেরি বড়ুয়া। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রী নেপাল চন্দ্র বড়ুয়া।

তিন বিশিষ্ট জনের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হল স্মরণসভা

বিগত ২৯শে জুন ২০১৯ বিকেলে মধ্যকোলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রার্থনাকক্ষে তিন বিশিষ্ট উপাসক/উপাসিকার উদ্দেশ্যে একটি স্মরণসভা আয়োজিত হয়। এই তিনজনের অন্যতম ছিলেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অন্যতম ভূমিদাতা শ্রীমতি প্রীতিময়ী বড়ুয়া। বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ অন্যতম অংশীদার প্রয়াত প্রিয়ব্রত বড়ুয়ার সহধর্মিণী শ্রীমতি প্রীতিময়ী বড়ুয়া ছিলেন ধর্মপরায়ণ-দয়াশীল এবং পরোপকারী একজন উপাসিকা। বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের এই উপাসিকা দীর্ঘদিন বিদর্শন ভাবনার অনুশীলনে যুক্ত ছিলেন। স্মরণীয় অপর গুণশীল উপাসিকা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষিকা এবং প্রজ্ঞাজ্যোতি কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি শ্রীমতি দীপিকা বড়ুয়া। পটারি রোডস্থ “জেতবন আবাসনের” এই প্রবীণা ছিলেন ভিক্ষু-শ্রমণদের মাতৃতুল্য, তাঁর সেবা এবং আন্তরিক ব্যবহার ভিক্ষু সংঘ এবং সকল উপাসক-উপাসিকার কাছে ছিল এক অমূল্য সম্পদ। বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রকে সচল-সজীব এক আদর্শ বুদ্ধচর্চার কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলার জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা সকলের অন্তরে দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সভায় তৃতীয় ব্যক্তিরূপে স্মরণ করা হয় বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সুমন সেবক বড়ুয়া। বড়ুয়া বেকারী পরিবারের আলোকিত ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট শিক্ষিকা শ্রীমতি অঞ্জলি বড়ুয়ার স্বামী ডা. সুমন সেবক বড়ুয়া ছিলেন একজন পরোপকারী, ধর্ম পরায়ণ, বিশিষ্ট সমাজসেবক। তাঁর প্রচেষ্টায় এবং মধ্যস্থতায় অনুপ্রাণিত হয়ে বড়ুয়া বেকারী পরিবারের কাছ থেকে সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির “বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র” প্রতিষ্ঠার জন্য তিন-কাঠা জমি সংগ্রহ করতে পারেন।

স্মরণসভা অনুষ্ঠানে বহু বরিশ্ঠ সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রয়াত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তাদের বক্তব্যে এই উপাসক/উপাসিকাদের ধর্মচারণ ও মানবিক মূল্যবোধের কথা বারে বারে উচ্চারিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবি তাঁর বক্তব্যে ব্যক্ত করেন যে এই মহান মানুষদের অবদান কেন্দ্র দীর্ঘদিন যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ করবে। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে
আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে
অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

আমার চোখে ঠাকুরমা

পটারী রোড বিহারের তিন ভূমিদাতাকারি প্রয়াতা শ্রীমতি শকুন্তলা বড়ুয়া, প্রয়াতা শ্রীমতি সুদিশ্টিময়ী বড়ুয়া ও আমার ঠাকুরমা প্রয়াতা শ্রীমতি প্রীতিময়ী বড়ুয়া।

একসময় শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতায় বাংলাদেশী বৌদ্ধদের দ্বিতীয় পীঠস্থান সাতবেড়িয়া গ্রামে ১৯২৮ সালে ঠাকুরমার জন্ম। বাবার নাম নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা ক্ষীরদাবালা বড়ুয়া। তারা দুই বোন ও তিন ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন মা বাবার প্রথম সন্তান অতএব ভাই বোনের সবার বড়। বাবার কুল ও শ্বশুরকুল উভয় ছিল গ্রামের স্বনামধন্য পরিবার। কলকাতার প্রসিদ্ধ বড়ুয়া বেকারীর ছয় জন পরিচালকের সর্বকনিষ্ঠ প্রয়াত প্রিয়ব্রত বড়ুয়ার (আমার দাদু) স্ত্রী ছিলেন প্রয়াতা শ্রীমতি প্রীতিময়ী বড়ুয়া। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তাঁর আচার, আচরণ, চাল-চলন, আত্মীয় স্বজন-জ্ঞাতি, অজ্ঞাতিদের প্রতি সহাস্য সম্বোধনের পাশাপাশি তাঁর মানবিক সহায়তা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করা ছিল তাঁর ধর্ম। উল্লেখ্য গুনি বিশেষণে ভূষিত হওয়ার মাপকাঠি শুধু উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া বোঝায় না। মানুষের মানবোচিত গুণ ধর্ম যার কাছে বিদ্যমান তাকেই গুনি বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও শান্ত স্বভাবের। পাশাপাশি তাঁর পিসতুতো দিদি সুদিশ্টিময়ী বড়ুয়া ছিল তাঁর পুণ্যকর্মের সঙ্গী। প্রতি বছর বুদ্ধগয়ায় অনুষ্ঠিত বাৎসরিক কঠিন চীবর দানে যোগদান করা ছিল দুবোনের জন্য অবশ্য করণীয় একটি পুণ্য কর্ম।

এছাড়া ভারতের বিখ্যাত বিদর্শন আচার্য ননীবালা বড়ুয়া (গুরু মা) এবং বিদর্শন আচার্য প্রয়াত ডঃ রাস্ত্রপাল মহাখেরর অধীনে অনেক ভাবনা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন দুজনেই। ধার্মিক উপাসিকা হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। পূর্ব জন্মের পারমীর কারণে দিদি সুদিশ্টিময়ী বড়ুয়া ভাবনা কর্মে অনেক উন্নতি সাধন করেন ও বিদর্শন আচার্য হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু আমার ঠাকুমাই দিদি সুদিশ্টিময়ীকে ভাবনার ক্ষেত্রে প্রেরণা যোগায় ও গুরুমার কাছে নিয়ে যায়।

ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। এখানে তাঁর গুণগণার কথা বিস্তারিত বলতে গেলে কম হবে। আমার ঠাকুর দা ও ঠাকুর মার দুই সন্তান শ্রদ্ধেয় প্রণব বড়ুয়া (আমার জ্যাঠা) ও প্রয়াত প্রসূণ বড়ুয়া (আমার বাবা)। পরস্পর শুনেছি আদরের দুলাল। দুই পুত্র সন্তানের আদর যত্ন, খাওয়া দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ এমনকি ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে কিনা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে মমতাময়ী মা থাকতেন সদা তৎপর। তাদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য মাতা পিতার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কর্মবাদ বৌদ্ধ হিসাবে তাদের যতখানি হওয়ার ততখানি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতের বিখ্যাত বিদর্শন আচার্য সত্য নারায়ণ গোয়েনকাজির প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত আছেন আমার জ্যাঠা (প্রণব বড়ুয়া) তাঁর প্রথম সন্তান। তিনি আমার বাবাকেও (প্রসূন বড়ুয়া) ধর্মগঙ্গার ১০ দিন শিবির করতে প্রেরণা যোগান এবং আমাকে ১০ দিন শিবির করতে ধর্মগঙ্গায় নিয়ে যান।

এবার আমি এই গরিয়াসি ত্যাগি মহিলার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। আমার পিতা মাতা ১৯৮৫তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আমার জন্ম ১৯৮৮তে। ১৯৯১ সালে আমাদের পরিবারে নেমে এল দুঃসময়। জীবনের অশ্বনী সংকেত। আমার মা আক্রান্ত হন অজানা এক কঠিন রোগে। মাকে সুচিকিৎসার জন্য বাবা ভেলোরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ৩ বছরের শিশুকে (আমাকে) কোথায়— কার কাছে রেখে যাবেন? এই মহা বিপদে এগিয়ে এলেন মমতাময়ী ঠাকুরমা। তিনি নিজের স্বামীর (আমার দাদু) কথা অনুসারে আমাকে নিয়ে ভেলোরে গেলেন। কিন্তু আমার মন্দ কপাল মার Brain Tumour ধরা পড়ল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ২০০৯ সালে বাবা মারা

যান। বাবার মৃত্যুর আগে ১৯ বছর মাকে সুস্থ করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেন। কিন্তু বিধির বাম। এখনো বিছানায় শোয়া অবস্থায় শয্যাশায়ী মাকে সেবা করতে হচ্ছে আমাকে। বুদ্ধ বলেছেন মাতা পিতা ব্রহ্মা সদৃশ্য। তাই একমাত্র সন্তান হিসাবে এটা আমার কর্তব্য।

আমার ঠাকুরমা বাবার মৃত্যুর পর ২০১১ সালে আমাদের পুরনো ধর্মতলার বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সময় আমার ফ্ল্যাটে চলে আসেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি বিহারের কাছে থেকে ধর্ম ও সংঘের সেবা করে তার শেষ জীবনটা কাটাবেন।

প্রায় ১০ বছর আমি ও আমার স্বামী ঠাকুরমার সেবা করি। এই প্রসঙ্গে আমার সরল স্বীকারোক্তি সাংসারিক কাজকর্মে সন্তান, মা ও সবদিক সামলাতে গিয়ে আমার চেয়ে আমার স্বামী সৃজিত কুমার বড়ুয়া অনেক বেশী সেবা করেছেন। তার এই ঋণ আমি ও আমার পরিবার এ জীবনে শোধ করতে পারব না। আমার জ্যাঠা প্রণব বড়ুয়া ঠাকুরমার আর্থিক দায়-দায়িত্ব তাঁর শেষ দিন অবধি কর্তব্যস্বরূপ বহন করেছেন।

অবশেষে ২০১৯ সালের ২৪শে জানুয়ারী ৯০ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন বার্ধক্যজনিত কারণে। সর্বশেষে আমার এই জন্ম সহ অতীত জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যরাশি ঠাকুরমার উর্দ্ধগতির কামনায় দান করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

—পূবালী

গবেষণা তথা পি.এইচ.ডি.-এর অনুমোদন পেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ’

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপিকা তথা Co-ordinator ড. মণিকুন্তলা দে হালদারের আন্তরিক প্রয়াস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় বিগত ২০০৭ UGC—University of Excellence-এর তত্ত্বাবধানে ২০০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “বৌদ্ধ অধ্যয়ন কেন্দ্র” নামক বৌদ্ধ চর্চার একটি UGC দ্বারা আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত কেন্দ্রের সূচনা হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে P.G. Diploma in Buddhist Studies (এক বছরের) এবং M.A. in Buddhist Studies (দুই বছরের) দুটি সাক্ষ্যকালীন কোর্স আরম্ভ হয়। বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এক নির্দেশিকা জারির (No. 1281-Edu(U)/1U(C)-06/ii) মাধ্যমে দেশের প্রাচীন ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘স্বয়ং সম্পূর্ণ’ বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগের পথ চলা অনুমোদিত হয়েছিল। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর অনেক চড়াই-উৎরাই পেড়িয়ে ২০১৯-এ এই বিভাগ অনুমতি পেল গবেষণা অর্থাৎ পি.এইচ.ডি. চালু করার। নির্দেশনামা অনুসারে তিনজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে দেশ-বিদেশের মোট চোদ্দ জন ছাত্র-ছাত্রী গবেষণায় রত হতে পারলেও, দশ জন ছাত্র-ছাত্রী এই সুযোগ পেয়েছে। এরমধ্যে ছয় জন ভারতীয়, একজন কম্বোডিয়ান, দুই জন মায়ানমার এবং একজন বাংলাদেশী ছাত্র।

বর্তমান আর্থ-সমাজ ব্যবস্থায় বুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে হিংসা বর্জিত সৃষ্টি সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবে এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন ভাবনার জাগরণ ঘটবে এই প্রত্যাশা নিয়ে “নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন”-এর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশাখার দীপশিখা—“দীপিকা”

রীতা বড়ুয়া

শৈশব— কলকাতার বৌবাজারের ১১ নম্বর শ্রীনাথদাস লেনে বসবাসকারী শ্রী পুলিনচন্দ্র ও শ্রীমতি জ্যোতিশময়ী বড়ুয়ার প্রথম সন্তান দীপিকা বড়ুয়ার জন্ম ১৯৫০ সালের ৯ই মে কলকাতা মেডিকেল কলেজে। প্রথম সন্তান বলে সকলের খুব আদরের ছিলেন, সবাই ‘বাবু’ বলে ডাকত। পরবর্তী সময়ে তাঁদের আরও তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মায়। তাঁরা হলেন সরোজ, অজয়, মাধবী ও পীযুষ বড়ুয়া। ছোট থেকেই এত সর্দিকারিতে ভুগতেন যার ফলে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তখনকার সময়ের প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রী বিধান চন্দ্র রায়েচর চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাড়ির পাশে যোগেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশনে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ক্লাস ফোরে বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করার পর গিরীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণ হন। বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীটে ধর্মাক্ষুর বৌদ্ধবিহারের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবিরের সহায়তায় তাঁর পালি শিক্ষা লাভ হয়।

যৌবন— মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯৬৪ সালে শ্যামনগরের আতপুর নিবাসী শ্রী ভারত চন্দ্র ও শ্রীমতী বাসন্তী বালা বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী ননী গোপাল বড়ুয়ার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর স্কুল ফাইনালের ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় শতকরা মাত্র ১৩ জন উত্তীর্ণর মাঝে তিনি সসম্মানে স্থান করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে নৈহাটি ঋষি বজ্রিম চন্দ্র কলেজ থেকে প্রি-ইউনিভার্সিটি ও গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করেন। ইতিমধ্যে তিনি দুই কন্যা—রীতা, ববিতা ও এক পুত্র সুপ্রিয়র গর্ভিত জননী হন। এরপর শুরু হয় তাঁর জীবন সংগ্রাম। তিনি নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বনির্ভর হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে টিচার্স ট্রেনিং করেন। কয়েকবছর বাদে শিক্ষক হিসাবে কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুলে যোগদান করেন।

তিনি শ্যামনগর বৌদ্ধ বিহারের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সম্বোধি মহাস্থবিরের উৎসাহে হিন্দীতে এম. এ. পাশ করেন। সেন্ট জন এম্বুলেন্সের অধীনে ফার্স্ট এইড শিক্ষা লাভ করেন। শ্যামনগরে সেই সময়ের জনপ্রিয় “সবপেয়েছির আসর” (সংগঠনের) সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন।

জীবনধারা— শিক্ষক জীবন তাঁকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। সেই সময় অপেক্ষাকৃত গরীব শিশুরা যারা কর্পোরেশন স্কুলে পড়াশুনা করতে আসত তাদের উৎসাহিত করতে নিজের টাকা খরচ করে বই, খাতা, পেন্সিল ও জামাকাপড় কিনে দিতেন। তিনি শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মা-বাবাকে শিক্ষার মূল্য বোঝাতেন এবং শিশুদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহ দিতেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা আনে চেতনা। দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত পরিবারের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁর জীবন পরিপূর্ণ ভাবে উৎসর্গীকৃত ছিল।

শ্যামনগর, বৌবাজার ও পটরী রোড যেখানেই তিনি বাস করেছেন, স্থানীয় মন্দিরের আবাসিক ভিক্ষু ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা, তাঁদের অসুস্থতার সময়ে সেবা শুশ্রূষা করতেন। ভিক্ষুদের মাতা পিতারা এলে নিজ বাসস্থানে রাখতেন। ভিক্ষুরা তাঁর কাছে সন্তানসম ছিলেন।

অবসর জীবন— ২০১০ সালের ৩১শে মে স্কুল থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর জীবন অন্য খাতে বইতে থাকে। পটরী রোডস্থ ফ্ল্যাটের নিকটে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের বিহার ও আবাসিক ভিক্ষুদের সেবায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। তিনি বছবার বুদ্ধগয়া সহ বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থ স্থান ভ্রমণ করেন। ২০১২ সালে পটরী রোডস্থ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত ভাস্তের সহায়তায় বৌদ্ধ তীর্থ দর্শনের অভীপ্সায় মায়ানমার ও থাইল্যান্ড যান।

১লা জুন ২০১৯, একান্ত প্রিয় গৈরিক বসনের ছায়ায়, বুদ্ধমস্তুর সুমধুর সুরে মা-দীপিকা বুদ্ধলোকে যাত্রা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ‘বড়ুয়া উন্নয়ন বোর্ড’ গঠনের দাবী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত দুয়েকটি দৈনিক (বাংলা ও ইংরেজী) সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে উত্তরবঙ্গস্থ বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে ‘বড়ুয়া উন্নয়ন বোর্ড’ শীর্ষক একটি বোর্ড গঠনের দাবী উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিগত ১৭ই মার্চ ২০১৯ইং জলপাইগুড়ি জেলার বিলাগুড়ি ডুরাস বৌদ্ধ মৈত্রী বিহারে বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবার একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি কল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে ‘বড়ুয়া উন্নয়ন বোর্ড’ শীর্ষক একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী জানানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার শেরপা, লেপচা, তামাং ও অন্যান্য উপজাতির উন্নয়ন কল্পে কয়েকটি পৃথক পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে এবং উন্নয়ন বোর্ডগুলোর মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কল্পে প্রতিবছর সরকারী অনুদান দিয়ে আসছে। সঙ্গত কারণেই ভারত সরকার স্বীকৃত বড়ুয়া, চৌধুরী, মুৎসুদ্দি, সিংহ, তালুকদার উপাধিভুক্ত বাংলাভাষী বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ সংখ্যালঘু উপজাতি হিসেবে স্থানীয় সরকারের নিকট একটি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সাহায্য পাবার ন্যায্য দাবীদার। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবা কর্তৃক প্রস্তাবিত উক্ত উন্নয়ন বোর্ড গঠনের দাবী জানানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গস্থ সকল বঙ্গীয় বৌদ্ধ সংগঠনের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার লক্ষ্যে ৭ই জুলাই, ২০১৯ইং কোলকাতায় একটি আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়। বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবা কর্তৃক প্রস্তাবিত উক্ত উন্নয়ন বোর্ড গঠনের দাবী প্রসঙ্গে ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা (বুদ্ধগয়া) সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করে এবং উক্ত দাবী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মহাসভার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করে। বিগত ৭ই জুলাইয়ে মহাবোধি সোসাইটি হলে আত্ম সভায় নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংঘটন, ইউপাইটেড বুদ্ধিস্ট-ওয়েলফেয়ার মিশন, গাওয়া বৌদ্ধ সাংস্কৃতি সংসদসহ দক্ষিণবঙ্গের অনেক সংগঠন প্রস্তাবের পক্ষে মত দেন। সভায় উপস্থিত সকলে আশা প্রকাশ করে যে, বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কল্পে পশ্চিমবঙ্গস্থ অন্যান্য বৌদ্ধ সংগঠনগুলোও উক্ত দাবীর প্রতি সমর্থন জানাবে এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসবে।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় : প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান : বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটরী রোড), কোল-১৫
বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থ : শতবর্ষের আলোকে প্রজ্ঞাজ্যোতি

সম্পাদক : ড. ভিক্ষু রতনশ্রী

প্রকাশক : দীপক কুমার চৌধুরী

প্রকাশকাল : ১৩ই এপ্রিল, ২০১৯

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২৪

বিদর্শনাচার্য সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘শতবর্ষের আলোকে প্রজ্ঞাজ্যোতি’ গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে। সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরর স্মরণে ছয়টি জন লেখক লেখিকা তাদের বক্তব্য ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থটিতে। এটি একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ। এখানে ষাটটি সংকলন বাংলা ভাষায় এবং ছয়টি সংকলন ইংরাজী ভাষায় সংকলিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে এইরকম রচনাও এখানে স্থান পেয়েছে। সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির এমনই এক ব্যক্তিত্ব তথা ভিক্ষু যাঁর সহচার্যে পট্টারী রোডস্থ বুদ্ধমন্দিরে গড়ে উঠেছে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র। যাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু মানুষ শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করে বর্তমানে তাঁরা ধ্যানের উচ্চমার্গে অবস্থান করছেন। গ্রন্থটির প্রতিটি লেখাই বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। বিশেষ করে, অগ্গমহাপন্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের ‘যোগতত্ত্বের পূর্বাভাব’, বিশুদ্ধাচার মহাথেরর ‘বিদর্শন ভাবনার উপকারিতা’, শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা মহাশয়ের ‘বিদর্শন কি এবং কেন?’ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে প্রতিটি লেখাই উল্লেখযোগ্য।

একএকজন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্ম নেন নতুন কিছু সৃষ্টিকে জন্ম দেওয়ার জন্য, কোনো ব্যক্তির প্রেরণদাতা হয়ে ওঠার জন্য। ভিক্ষু প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির এমনই এক ব্যক্তিত্ব। গ্রন্থটির প্রতিটি লেখার ছত্রে ছত্রে এই ভাবধারাই প্রস্ফুটিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রারম্ভে রয়েছে দেশবিদেশের বহু জ্ঞানীগুণী ভিক্ষু, সাধারণ মানুষ, সম্পাদক, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের বিহারাধ্যক্ষের শুভেচ্ছাবাণী। এই সকল শুভেচ্ছাবাণীগুলিও গুরুত্বের বিচারে যথেষ্ট উচ্চমান সম্পন্ন। গ্রন্থটির সম্পাদক ড. ভিক্ষু রতনশ্রী তাঁর সম্পাদকীয় ভাবনায় সঙ্ঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের একটি বিশেষ গুণের কথা বলেছেন “তিনি সঙ্ঘরাজ থাকাকালীন সবসময় ভিক্ষুদের একতাবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য উৎসাহ দিতেন।” বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মন ক্রমশ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর তথা সংকীর্ণতম হয়ে উঠছে। আর এই সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির বলেছেন একতাবদ্ধ জীবন যাপনের কথা। সত্যি একটু ভাববার বিষয়। ‘নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন’-এর সম্পাদক ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়, ‘প্রজ্ঞাজ্যোতি কল্যাণ ট্রাস্টের’ সম্পাদক সুজিত বড়ুয়া মহাশয়, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বুদ্ধরক্ষিত মহাথেরর বক্তব্য তথা শুভেচ্ছাবাণী ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থটির মাধ্যমে এমনই এক ভিক্ষু ব্যক্তিত্বের আরাধনা করা হয়েছে যিনি সর্বকালের শ্রদ্ধার মানুষ। সবশেষে একটি কথা উল্লেখ করতেই হয় যে, দীপক কুমার চৌধুরী মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও সহযোগিতা গ্রন্থটিকে একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় রূপ দিয়েছে, যা পাঠকরা পড়ে খুবই উপকৃত হবেন।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, সম্পাদক—শ্রী আশিস বড়ুয়া, সহ-সম্পাদক—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, সদস্যবৃন্দ—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।



University of Calcutta

Admission Notice

Post-Graduate Diploma In Buddhist Studies (PGDBS)
(A complete one-year Self-Financing evening course)

Session : 2019-2020

No age bar,

SEATS : 20 (Twenty)

Eligibility : Graduate or its equivalent in any stream from any University recognised by C.U.

Please visit www.calcutta.ac.in (Admission Notification) for details

Contact No. 9051622896/9830759369/7980370993

Application : Forms available in the University Sales Counter, Asutosh Building, Ground Floor, College Street Campus, 87/1, College Street, Kolkata-700 073 on payment of Rs. 200/- from 9th July 2019.

Last date of receipt of application : 31st July 2019

Secretary, U.C.A.C.

Course co-ordinator : Professor Aiswarya Biswas

Mobile : +91 9051622896

Course Fee : 6000/- for each Semester

Admission Fee : 1000/- for 1st Semester

Last date of submission of forms 2nd August 2019.

Date of Viva-voce : 6th August 2019

Date of Admission : 7th, 8th and 9th August 2019

Commencement of Classes : 13th August 2019

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখানিত বৌদ্ধ পত্তনাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক “Archaeological Survey of India” কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও ‘মঘ’ উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের “Buddha Gaya Temple Management Act”—1949 অভিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

Keynote Address by Vice President of India Sri Venkaiah Naida at the 16th UN Day of Vesak in Vietnam

May 12, 2019, Haa Nam, Vietnam

His Excellency Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of Vietnam, His Excellency Win Myint, President of Myanmar, His Excellency K P Sharma Oli, Prime Minister of Nepal, Her Excellency Nguyen Thi Kim Ngan, President of the National Assembly of Vietnam, His Excellency Tashi Dorji, Chairman of the National Council of Bhutan. Most Venerable Dr. Thic Thien Nhon, President of National Vietnam Buddhist Sangha and President of United Nations Day of Vesak Celebration 2019, Most Venerable Professor Dr Phra Brahmapundit. President of International Council for Day of Vesak, Distinguished religious and spiritual leaders Excellencies, Esteemed Delegates, Friends from the media Sisters and brothers

Namaskar

I bring the greetings from the land of Lord Buddha to you all on this auspicious occasion of Vesa, the most sacred of days. I am deeply honoured to be invited to the 16th United Nations Day of Vesak celebration in Ha Nam Province.

It is a day to revere the birth, the enlightenment and the Parinirvana of Lord Buddha. A day to rejoice and celebrate. A day to reflect on the thoughts and teachings of Lord Buddha that have reverberated in the minds and hearts of people across the globe for more than 2500 years.

Vesak provides us an opportunity to recollect the constant tussle between the forces of war and peace, of violent conflict and peaceful co-existence.

Throughout human history the dark forces of unbridled ambition and unending spiral of irrational hatred and anger have raised their ugly head and unfolded a number of tragic tales of blood and tears.

It is however, heartening that there is always a streak of reassuring light that shines through these ominous dark clouds. There are voices that soothe, visions that heal. There are visionaries who restore sanity to the troubled humanity. India has been home to many such visionary sages who firmly believed in the power of goodness which ultimately triumphs in this ceaseless struggle.

India's vision has been of a world as one large family and its dreams have been woven around the theme of peaceful co-existence. In the long rich lineage of path breaking thought leaders comes Lord Buddha, a truly remarkable fountainhead of wisdom.

His timeless message of Dhamma, "the wonderful humanizing power of the great master" as Swami Vivekananda called it in his address at the World Parliament of Religions in Chicago in 1893, is more relevant today than ever before.

In the serene setting of the Tam Chuc Pagoda in Ha Nam province we have gathered here for the celebration of the 16th United Nations Day of Vesak with the theme of 'Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies'.

What are the attributes of good leadership at different levels and how do we build a sustainable world? These are questions to which Buddhist approach can provide useful answers.

In fact, as the United Nations Charter of 1945 indicates, the world community came together in the aftermath of World War II and established the United Nations, "to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind".

70 years later, the United Nations took another major step to not only maintain peace but move forward to create a sustainable planet and, as the 2030 Agenda for Sustainable Development states, "strengthen universal peace in larger freedom." There is a clear recognition that "there can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development." So, it is quite apt that we are discussing global leadership and sustainable development today as we celebrate UN Vesak Day.

The Buddhist approach of Dhamma (righteous behaviour) and emphasis on Pragnya (wisdom), Karuna (compassion) and Maitri as well as reduction of Trishna (greed) offers a set of building blocks for the architecture of a new world order where violence and conflict are minimized and development takes place without degrading the natural resources.

In this context, it is worth recalling the anguish of the great Indian Emperor Ashoka who embraced Buddhism in the 2nd Century BC after winning the Kalinga war. He won a tough battle but when he saw the trail of destruction and extreme human misery the war had left behind, he decided that he shall never again engage in a war. Buddhism pointed the way forward to him.

He was transformed from Ashoka-the-Fierce (Chandashoka) to Ashoka-the Righteous (Dharmashoka). He followed the dasavidha rajadhamma (the ten-fold virtues) which Lord Buddha felt that every righteous leader must follow. These virtues are;

Dana - generosity; Shila - character; Parityaga - sacrifice; Ajjava - integrity; Maddava -kindness; Tapa - self-control; Akkodha - gratitude; Ahimsa - non-violence; Khanti -Patience; and Avirodhana - Uprightness.

Ashoka understood that central to Buddhist philosophy is the ultimate common good of bringing about happiness of all people. Violence had no place in it. It was the vision of harmonious, inclusive, sustainable development.

Buddhism's great contribution is its balanced approach. Avoiding extreme positions and appreciating that truth lies always somewhere in the middle, Lord Buddha's message prompts us to find what he had called the 'middle path'. His noble eight-fold path comprises of right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration.

If global leadership can adopt this approach, it is possible to avoid conflict, reconcile different viewpoints and achieve consensus. It can also steer individuals away from bigotry, dogmatism and fanaticism to a more balanced view of life essential for peaceful co-existence. Underlying this approach is an inclusive perspective that respects each individual and diversity of thoughts. It is an antidote to the contemporary malaise of radicalization and religious fundamentalism. It is an approach that promotes equity and equanimity in which each view point is given equal importance and no irrational or hasty decision is taken.

It encourages reflection, what Lord Buddha calls "mindfulness". This builds a culture of self-evaluation and constant improvement.

Distinguished delegates,

Sustainable society is possible through social justice, which in turn is linked to managing conflict within oneself and in the world at large.

Sustainable society is possible through sustainable consumption and production. Sustainable society is possible when we are mindful of the future while we meet the needs of the present. Buddha talks of curbing 'Trishna', the thirst, which, in turn, stems from greed. Greed has driven mankind to dominate and degrade our natural habitat. Mahatma Gandhi, the father of Indian nation, had echoed this concern in his famous statement that "Mother nature has enough for man's need but not for man's greed".

The contemporary global leadership faces a huge challenge in constructing sustainable societies with peace and harmony. The genesis of conflict among nations has roots in the idea of hate and violence originating from an individual's mind-space. The growing menace of terrorism in the world is a manifestation of this destructive emotion. The proponents of ideologies of hate need to be constructively engaged to avoid mindless death and destruction. As Buddha said, 'nasthi santi param sukham', 'there is no higher bliss than peace'. Buddha's message of peace and compassion provides an ideology and effective answer to overcome sectarian and ideology-driven violence all over the world.

The global leadership more than ever needs to work together to promote dialogue, harmony and justice, based on compassion and wisdom. We need to create a more positive environment of peace by agreeing to work together to uphold the ideals of Lord Buddha and promote values of peace, accommodation, inclusiveness and compassion in the policies and conduct of the global community.

Vesak is an occasion to celebrate this unbroken shared heritage of Buddhism. A heritage that connects our societies across generations and through centuries.

Two millennia ago, following the voyages of Indian sailors and traders who carried with them the statues of Lord Buddha, Indian Buddhist monks travelled widely to shores of South East Asia, including Vietnam. The learned Nagarjuna's Madhyamika School and Prajna ideology had a profound influence on Vietnamese Buddhism. Historians stress that Mahayana Prajna was directly transferred from South India to Vietnam through Indonesia and Champa Kingdoms. Many Indian monks such as Mahajivaka, Kalacarya, Dharmadeva and Vinitaruci made important contributions to the development of Buddhism in Vietnam.

We are civilizationally linked through Lord Buddha's universal message of peace, compassion, harmony and welfare for all. At a deeper level, our shared cultural space, religion, and philosophy have been influenced and shaped by Buddha's message.

Venerable Monks, Excellencies, and Friends!

On this blessed day of Vesak, we are reminding ourselves of the great treasure house that Lord Buddha bequeathed to humanity.

The path of Dhamma he showed us is a path that can lead us to discover a world of lasting peace, a world where all human beings can live a life of dignity and fulfil their potential, a world where economic growth and environmental protection go together.

For this, mere words will not do. As Lord Buddha says in Dhammapada, "words not acted upon are like beautiful flowers without any fragrance or trees without any fruits. Only when words are followed up by actions do they acquire the fragrance or the trees bear fruits."

In our turbulent contemporary world, we need more fragrance of ideas and fruits of action that will transform the quality of lives. We need an enlightened world leadership and a just and responsive world order. As Lord Buddha said, We need men and women who have pragnya Vichar Dhamma or right thoughts and Sila or Achara Dhamma or right action. We need a confluence of these two streams.

Let me conclude with one of Lord Buddha's messages emphasising Maitri or the love of all living beings: "Maitri must flow and flow forever. Let it be your sacred obligation to keep your mind as firm as the earth, as clean as the air and as deep as the Ganges. Let the ambit of our Maitri be as boundless as the world and let your thoughts be vast and beyond measure in which no hatred has any place."

Ha Nam, Vietnam May 12, 2019

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের 'ধর্মগঙ্গায়' আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদি ধ্যান শিবিরে সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—

- ২৪শে জুলাই—৪ঠা অগাস্ট, ২০১৯
- ২১শে আগস্ট—১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯
- ৪—১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯
- ১৮—২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৯
- ২—১৩ই অক্টোবর, ২০১৯
- ১৬—২৭শে অক্টোবর, ২০১৯
- ৩০ অক্টোবর—১০ নভেম্বর, ২০১৯

সতি পাঠঠান—

- ৭—১৫ই অগাস্ট, ২০১৯

তিনদিনের ধ্যান শিবির—

- ১৬—১৯শে অগাস্ট, ২০১৯

এক দিনের ধ্যান শিবির—

- ৪ঠা অগাস্ট, ২০১৯
- ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯
- ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯
- ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯
- ১৩ই অক্টোবর, ২০১৯
- ২৭শে অক্টোবর, ২০১৯

শিশু ধ্যান শিবির—

- ৪ঠা অগাস্ট, ২০১৯
- ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯
- ২৭শে অক্টোবর, ২০১৯

